

কোর্স : আরবী ভাষা

লেকচার : ০৩

কোর্স শিক্ষক : ড. নূরুল ইসলাম

حُرُوفُ الْجَرِّ (যের প্রদানকারী অব্যয় সমূহ) (Prepositions)

যে সকল শব্দ অন্য শব্দের সাথে মিলিত না হয়ে নিজের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না তাদেরকে حُرُوفُ বা অব্যয় বলা হয়। যদিও এদের নিজস্ব অর্থ আছে। এগুলো اَلْحُرُوفُ اَلْمُجَرَّيَّةُ বা আরবী বর্ণমালার حُرُوفُ নয়। যেমন : مِنْ হতে।

হরফগুলো মূলত দুই প্রকার : (১) حُرُوفُ عَامِلَةٌ বা আমলযুক্ত হরফ সমূহ। (২) حُرُوفُ غَيْرُ عَامِلَةٍ বা আমলহীন হরফ সমূহ।

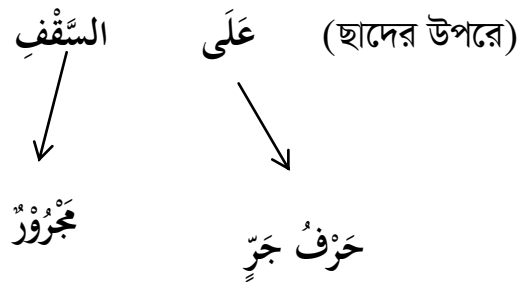
আমলযুক্ত হরফ সমূহের মধ্যে অন্যতম হল حُرُوفُ الْجَرِّ বা যের প্রদানকারী অব্যয় সমূহ।

* যে সকল হরফ কোন اِسْمٍ বা বিশেষ্যের পূর্বে বসে তার শেষে জার বা যের প্রদান করে সেগুলোকে حُرُوفُ الْجَرِّ বলা হয়। যে اِسْمٍ এর পূর্বে হরফে জার বসে ঐ اِسْمٍ কে مَجْرُورٌ বলা হয়।

حُرُوفُ الْجَرِّ সর্বমোট ১৭টি। যথা :

بَ	تَ	كَ	لَ	وَ	مُنْذُ	مُنْذُ	خَلَا	رُبَّ	حَاشَا	مِنْ
عَدَا	فِي	عَنْ	عَلَى	حَتَّى	إِلَى					

উদাহরণ :



এই ১৭টির মধ্যে কোন কোনটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ب হরফে জারটি দ্বারা, সাথে, শপথ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য যে, (ক) একবচন বিশেষ্য (الِاسْمُ الْمَفْرُودُ) এর জন্য জার এর আলামত বা নিদর্শন হল শেষে কাসরাহ বা যের হওয়া। যেমন : وَصَلَ الطَّالِبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ (ছাত্রটি মাদ্রাসায় পৌঁছেছে)।

(খ) দ্বি-বচন এর ক্ষেত্রে اِنْ টি يُن হওয়া বুঝায়। যেমন :

رَجُلٌ ← رَجُلَانِ ← لِرَجُلَيْنِ

(গ) الْجَمْعُ الْمَذَكَّرُ السَّالِمُ এর ক্ষেত্রে اِنْ টি يُن হয়ে এর পূর্ববর্তী অক্ষরে যের হওয়াকে বুঝায়। যেমন :

الصَّالِحُ ← الصَّالِحُونَ ← مِنَ الصَّالِحِينَ

কিছু বহুল ব্যবহৃত حَرْفٌ جَرٌّ উদাহরণসহ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

মাদ্রাসা থেকে	مِنَ الْمَدْرَسَةِ	থেকে/হতে	مِنْ
মসজিদের দিকে	إِلَى الْمَسْجِدِ	দিকে/পর্যন্ত	إِلَى
মুহাম্মাদের উপরে	عَلَى مُحَمَّدٍ	উপরে	عَلَى
ঘরের মধ্যে	فِي الْعُرْفَةِ	মধ্যে	فِي
কলমের দ্বারা	بِالْقَلَمِ	দ্বারা	بِ
আল্লাহর জন্য	لِلَّهِ	জন্য	لِ
রাস্তা হতে	عَنِ الطَّرِيقِ	হতে/সম্বন্ধে	عَنْ
সিংহের মত	كَالْأَسَدِ	মত	كَ
কালের শপথ	وَالْعَصْرِ	শপথের জন্য	وَ
আল্লাহর শপথ	تَاللَّهِ	শপথের জন্য	تَ
সকাল পর্যন্ত	حَتَّى الصَّبَاحِ	পর্যন্ত	حَتَّى

কুরআনিক উদাহরণ :

দয়াময় আরশে উন্নীত।	(20/5)	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনঃসংযোগ করেন আকাশের দিকে।	(2/29)	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
বল! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার।	(114/1)	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
এবং তুমি মানুষকে দেখছ তারা আল্লাহর দ্বীনের (ইসলামে) দলে দলে প্রবেশ করছে।	(110/2)	وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
শপথ ডুমুর ও যয়তুন বৃক্ষের।	(95/1)	وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ
তারা বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা তো জানো যে, আমরা এদেশে কোনরূপ অনর্থ সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।	(12/73)	قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ
যিনি তাদেরকে ক্ষুধার অন্ন দান করেছেন এবং ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।	(106/4)	الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
ডান ও বাম দিকে থেকে দলে দলে?	(70/37)	عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ
অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণসদৃশ।	(105/5)	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর।	(2/284)	لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।	(97/5)	سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ

বি: দ্র: **اسْمٌ** (বিশেষ্য) এবং হরফে জার মিলিত হয়ে বাক্যের একটি অংশ হয়। একে **شِبْهُ الْجُمْلَةِ** বা **phrase** (বাক্যাংশ) বলা হয়।